ছেলেদের খেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাজাদপুর
(জুন ১৮৯১)

বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলেয় মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষা হয়। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই — ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকোর মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটা কতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব-সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পার তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। 'সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো!' মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটি-একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-এক রকম। সঙ্গী-অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কবি কখন গ্রামের ঘাটে বোট লাগাতেন ?
2. বোটে বসে কবি কী দেখতেন ?
3. কাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে সুখ ছিল না ?
4. ছেলেদের খেলাকে কারা বেয়াদবি মনে করতো ?

বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এই-সকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোটো মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দু-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো। তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. ডাঙার উপর কী পড়ে ছিল ?
2. ছোট মেয়েটি কোথায় গিয়ে বসলো ?
3. মেয়েটি খেলা ছেড়ে কোথায় চলে গেলো ?

সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্যস্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল। তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগলো—এমন-কি খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে মনে মনে বলছিল, ছেলেরা খেলা করতে জানে না, কেবল যত রাজ্যের ছেলেমানুষি। হাতের কাছে যদি একটা খোঁপাওয়ালা হলদে রঙের মাটির বেনে পুতুল থাকত তা হলে কি সে আর এই অপরিণতবুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে মাস্তুল ঠেলার মতো এমন একটা বাজে খেলায় যোগ দিত! এমন সময় আর-এক রকমের খেলা তাদের মনে এল, সেটাও খুব মজার। দুজন ছেলেতে মিলে একটা ছেলের হাত পা ধরে ঝুলিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতর খুব একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই; কারণ, ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহ্য হল। সে অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে ঘরে চলে গেল। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। যাকে দোলাচ্ছিল সে গেল পড়ে। সেই অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহুদূরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল। ভাবে এইরকম জানালে—এই পাষাণহৃদয় জগৎ সংসারের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না, কেবল একলা চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাটিয়ে দেবে এবং 'যাবৎ জীবন রবে কারো সঙ্গে খেলিব না'। তার এইরকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড়ো ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে, সানুনয় স্বরে অনুতাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল—'আয়-না ভাই, ওঠ্-না ভাই! লেগেছে ভাই!' অনতিকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মতো দুজনের হাত-কাড়াকাড়ি খেলা বেধে গেল এবং দু মিনিট না যেতে

যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দুলতে আরম্ভ করেছে ! এমনি মানুষের প্রতিজ্ঞা! এমনি তার মনের বল! এমনি তার বুদ্ধির স্থিরতা! খেলা ছেড়ে একবার দূরে গিয়ে চিৎ হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে মোহদোলায় দুলতে থাকে ! এ মানুষের মুক্তি কী করে হবে ! এমন কজন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চিৎ হয়ে পড়ে থাকে — সেই-সব ভালো ছেলেদের জন্যে গোলকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে ।

(ছিন্নপত্রের অংশ বিশেষ)

পড়ে কী বুঝলে ?

1. "ছেলেরা খেলা করতে জানে না — একথা কে মনে মনে ভাবছিল ?
2. "আয়-না ভাই, ওঠ্-না ভাই !" — কে কাকে এই কথা বলেছিল ?

জেনে রাখো

নিশিদিন	—	রাতদিন ।
পদাতিক সৈন্য	—	যে সৈন্যরা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে ।
জলাঞ্জলি	—	বিসর্জন, ত্যাগ করা ।
অবজ্ঞা	—	অবহেলা, অনাদর ।
রাজমর্যাদা	—	রাজার সম্মান ।
মাস্তুল	—	নৌকায় পাল লাগাবার স্তম্ভ ।
অভ্রভেদী	—	মেঘলোক ভেদকারী, অত্যন্ত উঁচু ।
বৈরাগ্য	—	বিষয় ভোগে অনিচ্ছা ।
তৃণশয্যা	—	ঘাসের বিছানা ।

পাঠ পরিচয়

পাঠের এই অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র' থেকে নেওয়া হয়েছে । 'ছিন্নপত্র' একটি পত্র-সংকলন গ্রন্থ । ১৮৮৭ – ১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে যে পত্রাবলী লিখেছিলেন, ছিন্নপত্রে সেই পত্রগুলির অংশ বিশেষ সংকলিত হয়েছে ।

এই পত্রগুলি যে সময়কালে লেখা, সে সময়ে লেখক শিলাইদহে – গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। (পারিবারিক জমিদারী দেখাশোনার জন্য তিনি ঐ সময়ে শিলাইদহে বর্তমানে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন) গ্রাম্য দৃশ্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের নানা মুহূর্ত, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা এইসব পত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু ছোট গল্পের উপাদান এই পত্রগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই পাঠ্যাংশটি তাঁর অসামান্য একটি ছোটগল্প 'ছুটি'-র উৎস। এই অংশটির ঘটনাকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে লেখক ছুটি গল্পটি রচনা করেন।

লেখক এখানে গ্রামের ছেলে মেয়েদের নৌকার মাস্তুল নিয়ে এক মজার খেলার চিত্র দিয়েছেন। খেলার মাধ্যমে বালক মনের চপলতা, ক্ষণিকের অভিমান, আনন্দ, তাদের দার্শনিকতা সব কিছুরই প্রকাশ ঘটেছে।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তর দাও

1. বিকেল বেলায় লেখক কোথায় বোট লাগাতেন ?
   (ক) নদীতে
   (খ) পুকুর ঘাটে
   (গ) ঘাটের উপরে
   (ঘ) সমুদ্রতীরে
2. পদাতিক সৈন্যদের জ্বালায় কার মনে সুখ ছিল না ?
   (ক) রাজার
   (খ) লেখকের
   (গ) ছেলেদের
   (ঘ) মাঝিদের
3. কারা সঙ্গীর অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছিল ?
   (ক) চাষারা
   (খ) মাঝিরা
   (গ) মেয়েরা
   (ঘ) সৈন্যরা
4. মাস্তুলের ওপরে বসে কে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করছিল ?
   (ক) ছোট মেয়েটি
   (খ) বড়ো মেয়েটি
   (গ) শিশুটি
   (ঘ) রাজা

5. ছেলেদের খেলা কার পক্ষে অসহ্য বোধ হয়েছিল ?

(ক) লেখকের (খ) ক্ষুদে ছেলেটির

(গ) মেয়েটির (ঘ) চাষার

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. মাঝিরা নিজেদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করলে সৈন্যরা কী মনে করতো ?
7. সৈন্যরা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হলে, লেখক কী করেছিলেন ?
8. "সাবাস জোয়ান হেঁইয়া ! মারো ঠেলা হেঁইয়া !" একথা বলে ছেলেরা কী করছিল ?
9. ছেলেদের সঙ্গে খেললেও, সে খেলায় কাদের মনের যোগ ছিল না ?
10. কারা ম্লানমুখে মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলো ?

সংক্ষেপে লেখো

11. রাজসম্ভ্রম রক্ষার জন্য সৈন্যরা কী করতে চাইতো ?
12. চাষারা ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে এলে পদাতিক সেনারা কী করতো ?
13. নৌকোর মাস্তুল নিয়ে ছেলেরা কিভাবে আমোদজনক খেলা খেলতো ?
14. দু – একজন ছেলে ভাবলো এমন স্থলে হার মানাই ভালো । কেন ছেলেরা একথা ভেবেছিলো ?
15. একটি ছেলে অভিমানে সঙ্গীদের ত্যাগ করে কী করছিল ?
16. লেখককে নিজের রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল কেন ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

17. নৌকোর মাস্তুল নিয়ে ছেলেদের খেলার ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে নিজের ভাষায় লেখো ।
18. মেয়েটি ছেলেদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিলেও, মনে মনে কী ভাবছিল ?
19. কোন্ খেলা খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছিল ? খেলাটির বিবরণ দাও ।
20. খেলার সময় পড়ে যাবার পর ছেলেটি কী করলো ? তার হাবভাবে কী মনে হচ্ছিল, বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য বানাও

মাস্তুল
আমোদজনক
অসম্মান
গম্ভীর
চতুর্দিক
ছেলেমানুষি

2. নিচের শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো

গাম্ভীর্য
বৈরাগ্য
নির্দেশ
পরীক্ষা
স্থিরতা
সম্পর্ক

3. নিচে দেওয়া শব্দগুলির ব্যাসবাক্য সহ সমাস লেখো

নিশিদিন
পাষাণহৃদয়
রাজমর্যাদা
আনন্দধ্বনি
তৃণশয্যা
অভ্রভেদী

4. নিচের শব্দগুলি থেকে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দ আলাদা করে লেখো

জ্যেষ্ঠ
হাত
স্বাতন্ত্র
তারা
ক্রীড়াক্ষেত্র
অভিমান
নেমন্তন্ন
কাজ
পুরুত
চন্দ্র

উদাহরণ তৎসম – কৃষ্ণ > অর্ধতৎসম - কেষ্ট > । তদ্ভব - কানু, কানাই

5. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো —

আনন্দ
অবিলম্বে

অসম্মান	অসহ্য
উৎসাহ	গৌরব

আলোচনা করো

নৌকার মাস্তুল নিয়ে গ্রামের ছেলেদের এই মজার খেলা কখনও দেখেছ কী ? অন্য কোনও রকম খেলার কথা তোমরাও ভেবে দেখতে পারো । খেলার মাধ্যমে বন্ধুত্ব বাড়ে । সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার ক্ষমতাও এর মাধ্যমে তৈরি হয় । ঝগড়া-বিবাদ বন্ধুত্ব সব কিছুর মধ্যে দিয়েই আনন্দ লাভ করা যায় । এ বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করো ।

করতে পারো

মাস্তুল সহ নৌকার ছবি আঁকতে পারো । নৌকায় মাস্তুলের ব্যবহার কি ভাবে হয়, সে সম্পর্কে জানো । বিভিন্ন রকম খেলার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করো ।